ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩ ১৮ ১

আগরতলা, ১০ অক্টোবর,২০২৫

টাস্ক মনিটরিং সিস্টেমের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী
সমস্ত দপ্তরগুলিকে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রেখে কাজ করা প্রয়োজন

রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলাশাসক সহ জেলা আধিকারিকদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। তবেই জনকল্যাণে রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি সঠিকভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব হবে। আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করলেই মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব হবে। সুশাসনের মূল বক্তব্য এটাই। রাজ্যের বর্তমান সরকারও এই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে চলছে। আজ সচিবালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হলে রাজ্যবাসীর বিভিন্ন সমস্যা ও উত্তরণের বিষয়ে টাস্ক মনিটরিং সিস্টেমের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্ত দপ্তরগুলিকে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রেখে কাজ করা প্রয়োজন। এতে আরও সদর্থক ফল পাওয়া যাবে। সভায় মুখ্যমন্ত্রী নেশার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন মোটরস্ট্যান্ডগুলির সমস্যা, রাস্তা নির্মাণে অত্যাধুনিক দীর্ঘমেয়াদি প্রযুক্তি ব্যবহার, ডেঙ্গু এবং ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকাগুলিতে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, পরিস্রুত পানীয়জল পরিষেবা প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী জম্পুইহিলে কৃষকদের পুনরায় কমলা চাষে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী, রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে, অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, অধিকর্তা এবং ভার্চুয়ালি রাজ্যের ৮টি জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারগণ অংশ নেন।

*****